ইতিহাস
দশম শ্রেণি

১. ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলনের মধ্যে কী পার্থক্য ছিল?

উঃ ওয়াহাবি ও ফরাজি এই উভয় আন্দোলনই ছিল কৃষক আন্দোলন। কিন্তু প্রতিটি আন্দোলন বা বিদ্রোহের মূলগত কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে বর্ণনা করা হল—

'ওয়াহাবি' কথার অর্থ হল 'নবজাগরণ'। অষ্টাদশ শতকে আরবদেশে আবদুল ওয়াহাব 'তরিকা-ই-মহম্মদিয়া' বা 'মহম্মদ প্রদর্শিত পথ'-এই আদর্শের ওপর ভিত্তি করে মুসলিম পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন পরবর্তীকালে ভারতে এই আন্দোলনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সৈয়দ আহমেদ। বাংলায় তিতুমির 'তরিকা-ই-মহম্মদিয়ার' প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।

আরবি ভাষায় 'ফরাজি' শব্দের অর্থ হল 'ইসলাম নির্ধারিত বাধ্যতামূলক কর্তব্য'। ইসলাম ধর্মে সংস্কারের উদ্দেশ্যে অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার বাহাদুরপুরের মৌলবি হাজি শরিয়ৎ উল্লাহ ১৮২০ খ্রিঃ 'ফরাজি' নামে একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঘোষণা করেন বিভিন্ন কুসংস্কার ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে ধর্মকে অপবিত্র করেছে তাই কোরানের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে ধর্মকে পবিত্র করতে হবে। এছাড়াও তিনি ভারতবর্ষকে 'দার-উল-হারব' বা বিধর্মীদের দেশ বলে ঘোষণা করে বলেন যে এদেশ ধর্মপ্রাণ মুসুলমানদের বাসযোগ্য নয়। ১৮৩৭ খ্রিঃ শরিয়ৎউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহম্মদ মুসিন বা দুদুমিঞা এই আন্দোলেনর নেতৃত্ব দেন।

ওয়াহাবি ও ফরাজি উভয় আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ইসলামের শুদ্ধিকরণ ঘটানো। কিন্তু চরিত্রগত দিক থেকে পার্থক্য দেখা যায়। বাংলার তিতুমিরের নেতৃত্বে নদিয়া, ২৪ পরগণা, মালদহ, যশোর, ঢাকা প্রভৃতি জেলাগুলিতে শুধুমাত্র গরিব মুসুলমানরাই নয়, হিন্দু কৃষকরাও অত্যাচারী জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে শামিল হয়েছিল। অপরদিকে, ফরাজি আন্দোলন ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে শুরু হলেও পরবর্তীকালে এতে রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মূলত ফরিদপুর, ঢাকা, কুমিল্লা, ২৪ পরগণা এলাকার দরিদ্র মুসলিম সম্প্রদায়ই এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। দুদুমিযঞা সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেন। সর্বোপরি, উভয় বিদ্রোহেরই মূল কথা ছিল ব্রিটিশ বিরোধিতা। ওয়াহাবি আন্দোলনে যোগদানকারী কৃষক সম্প্রদায়কে নিয়ে তিতুমির বারাসাত—বসিরহাটের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘোষণা করে নিজেকে বাদশাহ্ ঘোষণা করেন ও নারকেলবেড়িয়া গ্রামে বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। যদিও ১৮৩১ খ্রিঃ বড়োলাট লর্ড বেন্টিঙ্কের পাঠানো ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করেন। তিতুমির ও তাঁর কয়েকজন অনুগামী প্রকাশ্য যুদ্ধে প্রাণ দেন।

ওয়াহাবি আন্দোলনের মাধ্যমে তিতুমির দরিদ্র হিন্দু মুসলিম কৃষক সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা জমিদার ও মহাজনদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন।

অন্যদিকে ফরাজি আন্দোলনে ধর্মীয় বিষয়যুক্ত থাকলেও মূলত এটি ছিল কৃষক আন্দোলন। দক্ষ গুপ্তচর ও লাঠিয়াল বাহিনী প্রতিষ্ঠা, জমির মালিক আল্লাহ্ তাই কৃষকরা অন্য কাউকে খাজনা দিতে বাধ্য নয়-ইত্যাদি ঘোষণার মাধ্যমে এই আন্দোলন এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট প্রতিষ্ঠা করে।

ওয়াহাবি ও ফরাজি উভয় আন্দোলনই পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ফাটল ধরিয়েছিল। নেতৃত্বের অভাব, হিন্দু বিরোধিতা, জমিদার-নীলকর ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণে উভয় আন্দোলনই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

২. সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ কী কৃষক বিদ্রোহ ছিল?

উঃ মোগল আমল থেকে উত্তর ভারতের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বহু সন্ন্যাসী ও ফকির বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অংশে তীর্থ ভ্রমণে আসত। প্রত্যাবর্তনের সময় তারা জমিদার-ভূস্বামীদের কাছ থেকে অনুদান লাভ করত। এর পাশাপাশি এদের মধ্যে অনেকেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে কৃষিকাজকে প্রধান জীবিকা গ্রহণ করত।

১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার পর সন্ন্যাসী-ফকির সম্প্রদায়ের নিয়মিত ধর্মচর্চা ও ধর্মীয় পোশাকে দলবদ্ধভাবে বাংলায় তীর্থ করতে আসায় বাধাদান করেন। এছাড়াও ১৭৬৪ খ্রিঃ বক্সারের যুদ্ধ ও ১৭৬৫ খ্রিঃ দেওয়ানি লাভের পর ব্রিটিশ কোম্পানি বাংলার কৃষক ও জমিদারদের শোষণ সর্বোপরি,

১৭৭১ খ্রিঃ অন্তত ১৫০ জন ফকিরকে হত্যা, সন্ন্যাসী-ফকিরদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। তাদের ওপর ঘটে যাওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদে তারা সশস্ত্র আন্দোলনের পথে এগিয়ে যায়। এটি ছিল ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রথম কৃষক বিদ্রোহ। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বহু সাধারণ কৃষকও এই বিদ্রোহে যোগদান করেন।

দেবী চৌধুরানি, ভবানী পাঠক, মজনু শাহ্, চিরাগ আলি প্রমুখরা এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৭৬৩-১৮০০ খ্রীঃ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলা এই বিদ্রোহ ঢাকা, বগুড়া, মালদহ, দিনাজপুর, ফরিদপুর, কোচবিহার, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংঘাতে সাফল্যও পেয়েছিল। কিন্তু মূলত কৃষিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা সন্ন্যাসী-ফকিরদের মিলিত এই বিদ্রোহ সশস্ত্র হলেও শেষপর্যন্ত আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর কাছে তারা পরাজিত হলে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। ১৭৭০ খ্রিঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরবর্তীকালে সংগঠিত এই সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ-এর উল্লেখ আমরা পাই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ উপন্যাসে।